গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জুলাই/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	৩১ জুলাই/২০২৩
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	জিএসবি'র সভা কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং চলমান ডেঙ্গুর প্রকোপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার কথা বলে ও সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জুলাই/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চাইলে জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত সমন্বয় সভায় আলোচনা হয়েছিল যে, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কর্তৃক ভূমিকম্প সম্পর্কিত যে প্রকল্পটি জমা দেয়া হয়েছে তার উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হবে কিন্তু এ বিষয়টা কাযবিবরণীতে সংযোজিত হয়নি। সভাপতি সংযোজনরে নির্দেশ প্রদান করেন এবং সংশোধনী গৃহীত হয়। আর কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৬-০৬-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জুন/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৬-০৬-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

৩.১।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, এপিএ'ভুক্ত কর্মসূচিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জনাব মোঃ কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ বছর ০৯টি বহিরংগন কর্মসূচি এপিএ'তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি চলমান থাকায় এপিএ বহির্ভূত বহিরংগন কাজ অতিগুরুত্বপূর্ণ না হলে পরবর্তীতে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। জনাব মোঃ কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) আরও বলেন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা থেকে এপিএ'র বাহিরে ১৭ দিনের যে বহিরংগন কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা এখন বাস্তবায়ন করা হবে কিনা। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ কাজটি বাস্তবায়ন করা হলে পর্যায়ক্রমে এ ধরণের প্রস্তাব আসতেই থাকবে তাই আপাতত: কাজটা স্থগিত থাকুক এবং জরুরি বিবেচনায় আগামী অর্থবছরের শুরুতেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। কর্মসূচিটি এপিএভূক্ত না হওয়ায় সভাপতি একমত পোষণ করেন এছাড়াও তিনি বলেন, জ্বালানি ব্যয় সংকোচনের স্বার্থে বহিরংগন ব্যতীত অন্যকোন কাজে ভ্রমণের জন্য সরকারি গাড়ি ব্যবহার আপাতত: বন্ধ করা সমীচীন হবে।	ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বহিরংগন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার ১৭ দিনের কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন আপাতত: স্থগিত করতে হবে। গ) বহিরংগন ব্যতীত অন্যকোন কাজে ভ্রমণের জন্য সরকারি গাড়ি ব্যবহার আপাতত: বন্ধ থাকবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।
৩.২।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরের এপিএভুক্ত সকল কর্মসূচির প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত অর্থবছরে গবেষণা খাতে সংশোধীত বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকার কিছু অংশ ফেরত দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গবেষণা প্রস্তাবের অনুমোদনের কার্যক্রম অর্থবছরের প্রথম থেকেই শুরু করা উচিত। সভাপতি বলেন, জিএসবি একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান এখান থেকে যদি গবেষণার টাকা ফেরত যায় সেটা দুঃখজনক। তিনি উল্লেখ করেন আরও বেশি বেশি গবেষণা হওয়া উচিত প্রয়োজনে টাকা উপযোজন করা হবে। জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গবেষণার নীতিমালা এখনও চুড়ান্ত হয়নি সেক্ষেত্রে এ কার্যক্রমটি কোন্ নীতিমালা অনুসারে চলবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, নীতিমালা চুড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত খসড়া নীতিমালা মোতাবেক কাজ পরিচালনা করতে হবে। জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে এবং সকলের মতামত নিয়ে নীতিমালা চুড়ান্ত করা হবে। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এটা নীতিমালা না গাইডলাইন হবে আগে সেটার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেহেতু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হলে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। সভাপতি বলেন, এটা যেহেতু জিএসবি'র অভ্যন্তরীণ গবেষণা কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া থাকবে সুতরাং এটাকে গাইডলাইন হিসেবে চুড়ান্ত করা হবে।	ক)২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) জিএসবি'র অভ্যন্তরীণ গবেষণার গাইডলাইন চুড়ান্ত করতে হবে।	এপিএটিমসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ও কমিটি
প্রশাসনিক আলোচনা			

৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে সুপারিশকৃত ১৫ জনের পুলিশ ও এনএসআই (NSI) ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরও বলেন, সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদে সুপারিশকৃত ৮ জনের ভেরিফিকেশনের জন্যও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার স্বার্থে প্রয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে যোগাযোগের কথা বলেন।	সুপারিশকৃতদের চলমান পুলিশ ও এনএসআই (NSI) ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	বিবিধ আলোচনা		
৩.৪	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন জার্মানদের সাথে Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) প্রকল্পের বিষয়ে জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কিছু অবজারবেশন ও স্পেসিফিকেশন ইস্যু ছিল সেটা জমা হয়েছে এখন কমিটির একটা সভা ডেকে আলোচনা করেই রিপোর্ট জমা দেয়া হবে। “নাইন সিটিস” প্রকল্পের বিষয়ে জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, যে প্রকল্পটি টিপিপিতে রূপান্তরে করে জমা দেয়া হয়েছে। ভূমিকম্প বিষয়ক প্রকল্পের বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট রিভিউ করে কিছু অবজারবেশন দিয়ে প্রস্তাব কারীর নিকট ফেরত পাঠানো হয়েছে।	ক) মন্ত্রণালয় ও জার্মাণদের মতামতের ভিত্তিতে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) ভূমিকম্প সম্পর্কিত প্রকল্পের রিপোর্ট প্রয়োজনীয় সংযোজন করে টিপিপি আকারে জমা দিতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ।
৩.৫	পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, সিলেটের গোয়াইনঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য প্রথম পর্যায়ের অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমিতে স্থাপনা নির্মাণের লক্ষে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা প্রণয়নের জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকী ১২.৫৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষে প্রস্তাব প্রেরণের কাজ চলছে। জনাব মোঃ শামসুজ্জামান উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, স্থাপত্য অধিদপ্তর নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে তবে তারা জানিয়েছি যে, জায়গাটা পরিদর্শন করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, প্রয়োজন হলে তারা পরিদর্শনে যাবে এবং তিনি আরও বলেন পিডব্লিউডি (PWD) থেকে প্রস্তাব আসলে প্রয়োজনবোধে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র লিখে এ কোডের অর্থ ছাড় করিয়ে আনা হবে। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, জ্বালানি ও খনিজ বিভাগ থেকে একটি চিঠি এসেছে যে, পাথরের পরিমাণ, মজুদ ও উত্তোলন যোগ্য পাথরের পরিমাণ নির্ধারণ করবে জিএসবি এবং এ কাজে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সহোযোগিতা করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাজটা করতে যে অর্থ ও যানবাহনের প্রয়োজন হবে এটা আসবে কোথা থেকে। সভাপতি বলেন, আপাতত: এ বিষয়টা নিয়ে অধিক তৎপরতার প্রয়োজন নেই, বিএমডি যোগাযোগ করলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।	ক) স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। খ) বাকী ১২.৫৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটি

৪. সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.২৪

তারিখ: ২ ভাদ্র ১৪৩০
১৭ আগস্ট ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ
৩) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪) উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , হিসাব উপশাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)